সংবাদ বিবৃতি

সাংবাদিক আরিফকে মধ্যরাতে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও শাস্তিপ্রদানের ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ এবং জরুরী ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

[১৫ মার্চ ২০২০, ঢাকা] কুড়িগ্রামের বাংলা ট্রিবিউনের জেলা প্রতিনিধি এবং ঢাকা ট্রিবিউনের সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে ঘর থেকে তুলে এনে 'মাদকবিরোধী অভিযানে' আটক দেখানো এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করার ঘটনায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ফোরাম মনে করে, এ ঘটনায় গ্রেফতার ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার সাংবিধানিক অধিকার, ক্ষমতার ও আইনের অপব্যবহারের পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। ফোরাম এ ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত নিশ্চিত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে আটক সাংবাদিকের পরিবার তার কাছে মাদক পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তারা দাবি করেছেন, জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের বিরুদ্ধে অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করায় এবং ফেসবুকে দুর্নীতিসংক্রান্ত পোস্ট দেয়ার কারণে উক্ত জেলা প্রশাসক ক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে, 'মাদকবিরোধী অভিযানে' আটক দেখালেও এ অভিযানের উদ্যোগ জেলা প্রশাসন না মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়েছিলো তা নিয়েও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেখা গেছে। ১৫ মার্চ ২০২০ জামিনে বের হয়ে এসে উক্ত সাংবাদিক জানান, একদল সাদা পোশাকধারী সশস্ত্র লোক মধ্যরাতে তার বাড়ির দরজা ভেঙ্গে প্রথমে মারধর এবং পরে টেনে-হিচঁড়ে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে তাকে লাথি-থাপ্পড়, ঘুষি মারা হয়। সেখানে একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে তার দুই চোখ বেঁধে ফেলে বিবস্ত্র করে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এসময় তাকে 'এনকাউন্টার' করার হুমকিও প্রদান করা হয়।

এ অভিযোগসমূহ অত্যন্ত গুরুতর যা সাংবাদিকদের কোনো ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়া পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষত দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ক্ষমতার অপব্যবহারসংক্রান্ত অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফোরাম আরো উল্লেখ করতে চায়, এ ঘটনায় স্পষ্টত ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের [মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯] অপপ্রয়োগ ঘটেছে। কেননা এ আইনে কাউকে তুলে নিয়ে দণ্ড দেয়ার বিধান নেই, বরং আইনের আওতাধীন অপরাধসমূহের জন্য ঘটনাস্থলেই সাজা প্রদান করতে হয়। তাছাড়া উক্ত সাংবাদিককে যেভাবে আটক করে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা মৌলিক অধিকারসহ আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, নির্যাতন থেকে সুরক্ষাসংক্রান্ত সংবিধানের ৩১, ৩২, ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদ এবং গ্রেফতার ও রিমাণ্ডসংক্রান্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনার চরম লঙ্ঘন। এইচআরএফবি বিশ্বাস করে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তারা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকৃত সত্য তুলে আনবে এবং দ্রুততার সাথে গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন প্রদান করবে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).